দৈনিক ইনকিলাব

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 17 JUL 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষাঙ্গন

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ

দেশের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষকদের নিয়োগ গত প্রায় দেড় বৎসর যাবত বন্ধ। শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ থাকায় অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বহু শিক্ষকের পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য পড়ে আছে। প্রত্যেক মাসেই অনেক শিক্ষক চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করছেন, অনেকে মারা যাচ্ছেন, অনেক শিক্ষক ভিন্ন চাকুরী নিয়েও চলে যাচ্ছেন। এভাবে শূন্য পদের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায়, দেশে বর্তমানে প্রায় পাঁচ হাজার প্রাথমিক শিক্ষক পদ শূন্য পড়ে আছে। ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার অনেক ক্ষতি হচ্ছে; সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের কাজ দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগদান কাজটি ১৯৮৩ ইং থেকে প্রায় ৫ বৎসর উপজেলা পরিষদের উপর ন্যস্ত ছিল। বর্তমান উপজেলা চেয়ারম্যানগণ ক্ষমতায় আসার পূর্বে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নেতৃত্বে এই নিয়োগ সম্পন্ন হত।

উপজেলার হাতে যখন এ দায়িত্ব ছিল তখন উপজেলা শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতি কমিটি নামে একটি কমিটি ছিল। সে কমিটি শিক্ষকতা প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউ নিয়ে যোগ্য প্রার্থী বাছাই করে উপজেলা পরিষদের নিকট প্যানেল তালিকা পেশ করত। পরিষদের অনুমোদনের পর উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা শিক্ষকদের নিয়োগপত্র তার নিজ স্বাক্ষরে প্রদান করতেন।

শিক্ষক নিয়োগের এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি উপজেলায় থাকায় তার কার্যকারিতা তথা সার্বিক ফলশ্রুতি বিরূপ পরিলক্ষিত হওয়ায় সরকার উপজেলায় এই কাজ বন্ধ ঘোষণা করেছেন।

মনে রাখা প্রয়োজন, শিক্ষক বাছাই ও নিয়োগদানের কাজটি শুধু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বললেই যথেষ্ট হবে না, বলতে হবে এটি একটি টেক্‌নিক্যাল ও বিশেষ ধরনের কাজও বটে। প্রাথমিক শিক্ষকদের নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, দক্ষতা ও নির্ভুলতার সঙ্গে বিদ্যালয়ে কাজ করা ও শিশুদেরকে পাঠ দেওয়ার উপরই নির্ভর করে দেশের প্রাথমিক শিক্ষার মান তথা সার্বিক সফলতা।

শিক্ষক বাছাই কাজে ভুলত্রুটি, পক্ষপাতিত্ব, অমনোযোগিতা, দুর্নীতি প্রভৃতির প্রভাব থাকলে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি মোটেই সম্ভব নয়। শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে যদি দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, নিয়ম-নীতির লঙ্ঘন ও শৈথিল্য থাকে তখন তা শুধু শিক্ষা বিভাগের জন্য নয় সমগ্র জাতির জন্যও দারুণ লজ্জা ও মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে উঠে।

তাই প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগদানের কাজটি ত্রুটিশূন্য করার উদ্দেশ্যে সরকার শিক্ষক বাছাইয়ের কাজটি আরো উচ্চ পর্যায়ে সম্পন্ন করার পদক্ষেপ নিয়েছেন। সে লক্ষ্যেই প্রায় দেড় বৎসর পূর্বে সরকার সার্কুলার জারি করে উপজেলায় শিক্ষকদের নিয়োগ স্থগিত রেখেছেন। সে সার্কুলারের সঙ্গে সঙ্গেই পৃথক একটি পত্রে বলা হয়েছিল, প্রত্যেক জেলায় জেলা প্রশাসককে সভাপতি করে একটি জেলা শিক্ষক নিয়োগ কমিটি গঠন করা হবে।

কিন্তু উল্লেখিত জেলা নিয়োগ কমিটি এখনো কার্যকর হয়নি। এই অবস্থায় প্রায় ৩ মাস পূর্বে পত্র-পত্রিকায় খবর বের হয়, সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা পরিচালনার কাজটি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড সম্পন্ন করবে। দেশের শিক্ষানুরাগী পর্যবেক্ষকদের মতে, দেশের শিক্ষা বোর্ডগুলো তাদের নিজেদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনেই হিমশিম খাচ্ছে। তার উপর যদি একটি অতিরিক্ত দায়িত্ব তাদের উপর ন্যস্ত হয় তা কি সঠিকভাবে পালিত হবে?

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের কাজটি দ্রুত চূড়ান্ত করা প্রয়োজন। গত দেড় বৎসর যাবত যে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ কাজ বন্ধ আছে তা দেশের নিরক্ষরতা দূরীকরণের স্বার্থে খুলে দিয়ে পাঁচ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের শূন্যপদ শীঘ্র পূরণের ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ থাকায় সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের কাজ দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

—সিরাজ হক